৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 16 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...১...

১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রয়াস চালানো হইতেছে

.....প্রধানমন্ত্রী

হামবুর্গ (জার্মানী) হইতে বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সোমবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার সরকার এনজিও ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করিতে সক্ষম হইবে। বয়স্ক শিক্ষার উপর ৫ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের অব্যবহিত পরে আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা এক প্রশ্নকারীকে বলেন,

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রধানমন্ত্রী

(৩য় পৃঃ পর)

তাহার সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা নির্মূলকরণে একটি একীভূত ও সমন্বিত জোর প্রয়াস চালাইতেছেন। সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরও ভাষণ দেন : ইউনেস্কো মহাপরিচালক ফ্রেডেরিকো মেয়র ও সম্মেলনের সভাপতি প্রফেসর ডঃ রিটা সুসমাথ। সম্মেলনের মহাপরিচালক ডঃ পলবিলেঙ্গার সাংবাদিক সম্মেলনে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন। শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করিয়া উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের প্রতি বাংলাদেশসহ এশীয় দেশসমূহে—যেখানে নিরক্ষরতা সবধরনের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে বিঘ্নিত করিতেছে—সেসব স্থানে অধিক প্রয়াস নিবদ্ধ করার আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে 'ক্ষুদ্র ঋণ'-এর সাফল্যের উপর এক প্রশ্নের জবাবে যখন বলেন, মহিলারা তাহাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের চাইতে ভাল ঋণ পরিশোধকারী— সে সময় সাংবাদিক সম্মেলনে হাস্যরোল উঠে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থারক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য ব্যাখ্যাকালে বলেন, 'মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের প্রচুর অর্থ ঋণ দানের পরিবর্তে বহুসংখ্যক লোকের কাছে স্বল্প অর্থের ঋণ পেঁৗছানো অনেক ভাল।' তিনি বলেন, 'অন্যান্য দেশও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে আদর্শ হিসাবে অনুসরণ করিতে পারে।'